আজ বিশ্বকাপ ফাইনালে দীপা

বাকু (আজারবাইজান), ১৫ মার্চ ঃ অলিম্পিক টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শনিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে নামছেন জিমনাস্ট দীপা কর্মকার। চোট সারিয়ে ফিরে প্রিয় ভল্ট ইভেন্টে সোনা ছাড়া কিছু ভাবছেন না ত্রিপুরার মেয়ে। তবে, শুক্রবার আর্টিস্টিক জিমনাস্টিকসে ব্যালান্সড বিম ইভেন্টের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। যোগ্যতানির্ধারণ পর্বে ১০.৬৩৩ স্কোর করে ২৫ জনের মধ্যে ২০ নম্বরে শেষ করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার এমা নেদভ ১৩.৪৬৬ স্কোর করে শীর্ষস্থান পান।

বিশ্বকাপের পর অবসর ডুমিনির

কেপ টাউন, ১৫ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের পরই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার জেপি ডুমিনি। ২০১৭ সালে টেস্ট এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। ২০১১ এবং ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ খেলা ডুমিনি শনিবার নিউল্যান্ডসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ একদিনের ম্যাচ খেলতে নামবেন। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় এটাই সঠিক সময়, নতুনদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার। ঘরোয়া টি২০ লিগ এবং আন্তর্জাতিক টি২০ খেলা চালিয়ে যাব। পরিবারকে সময় দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।

চাপে আয়ারল্যান্ড

দেরাদুন, ১৫ মার্চ ঃ দেরাদুন টেস্টে চাপে আয়ারল্যান্ড। টসে জিতে ইয়ামিন আহমেদজাই (৩/৪১), মহম্মদ নবি (৩/৩৬), রশিদ খানের (২/২০) দাপটে ৮৫ রানে ৯ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। সেখান থেকে দলকে উদ্ধার করেন আয়ারল্যান্ডের একাদশতম ব্যাটসম্যান টিম মুর্টাঘ (৫৪*)। দশম উইকেটে জর্জ ডকরেলকে (৩৯) সঙ্গী করে ৮৭ রান করেন তিনি। ১৭২ রানে শেষ হয় আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। জবাবে আফগানিস্তানের স্কোর ৯০/২।

সেমিতে সাম্যদ্যুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন সংস্থা ও শিলিগুড়ি ব্যাডমিন্টন ক্লাবের উদ্যোগে সেন্ট্রাল কলোনির রেলওয়ে ইনডোর হলে আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে অনূর্ধ্ব-৯ ছেলেদের সেমিফাইনালে উঠেছে সাম্যদ্যুতি ঘোষ, হিমানীশ দাস, বেদান্ত ছেত্রী ও অনিকেত পাল। অনূর্ধ্ব-৯ মেয়েদের সিঙ্গলসে প্রতিষ্ঠা পাল, রোশনি দাস, শ্রীজিতা সাহা ও জেসমিন দে শেষ চারে উঠেছে। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের সেমিফাইনালে খেলবে ইশান হালদার, দ্রুহিন দাস, প্রাঞ্জল দাস ও দীপ্র দাসগুপ্ত। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সেমিফাইনালে উঠল শ্রেনাক্ষি মণ্ডল, পারনা দত্ত, সোনিকা বণিক ও মাহেলা দাসগুপ্ত।

জয়ী নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ১৩৯ রানে জিতেছে ভিবজিয়োর স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে নরেন্দ্রনাথ ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪২ রান করে। মহম্মদ সেলিম ৭৭ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন। সুদীপ সরকার ৩০ ও অভিষেক দে ২৪ রান করেন। মহম্মদ রাজা ৫৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন গোপাল বর্মনও (৪২-২)। জবাবে ভিবজিয়োর ৩০.৩ ওভারে ১০৩ রানে অলআউট হয়। তাদের সর্বোচ্চ ২২ রান রীতেশ রায়ের। অভিষেক ১৯ ও সেলিম ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

শিলিগুড়ি-কালিম্পং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ লাটপাঞ্চারে ১৪ দলীয় প্রবীণদের ললিত রায় ট্রফি ফুটবলে শনিবার অভিযান শুরু করবে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন, আগামীকাল তাদের সামনে কালিম্পং ভেটারেন্স।

কোয়েস-ইস্টবেঙ্গল লড়াইয়ের আগুনে ঘি ফেডারেশন সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ ক্লাব বনাম ফেডারেশন যুদ্ধে প্রতিদিনই নয়া মোড়। এদিন আবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব-কোয়েস দ্বৈরথের আগুনে নতুন ঘি ঢালার কাজ করলেন এআইএফএফ সচিব কুশল দাস। তিনি ক্লাব সভাপতি ডা. প্রণব দাশগুপ্তকে একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন, আদৌ তারা সুপার কাপে খেলবে কিনা তা ১৯ মার্চ এবং আগামী মরশুমের আইএসএলে খেলার ব্যাপারে ২০ তারিখের মধ্যে জানাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৮ মার্চ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভা ডাকা হয়েছে, যেখানে অজিত আইজ্যাককে অথবা তাঁর কোনো প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে এদিনও কোয়েসের তরফে জানানো হয়, তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেল সুপার কাপ। যদিও ইন্ডিয়ান অ্যারোজ এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচটা ছাড়া এদিন মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি ও এফসি পুনে সিটির মধ্যে খেলাটি বাতিল হয়ে যায়। কারণ, মিনার্ভা মাঠেই যায়নি। এদিন বেশি রাতে দল নিয়ে চণ্ডীগড় ফিরে গেলেন ক্লাবের কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজ। শনিবার দুটি ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামার কথা আইজল এফসি এবং গোকুলাম কেরালা এফসির। কিন্তু দুটি দলই এদিন অংশ নেয়নি সরকারি সাংবাদিক সম্মেলনে। অথচ এই দুটি দলও আপাতত রয়েছে ভুবনেশ্বরে। সবমিলিয়ে প্রতিদিনই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে এদিন ফেডারেশন সচিব কুশল দাসের বক্তব্য, 'যাঁরা এটা আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট বলে প্রচার করার চেষ্টা করছেন তাঁরা সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না। এটা ফেডারেশন কাপের মতোই আর একটা টুর্নামেন্ট। তাই আমরা অবশ্য ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ করতে পারি। সুপার কাপের যে নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী সঠিক সময়েই পদক্ষেপ করা হবে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যাঁরা এভাবে ম্যাচ না খেলে চাপের খেলা খেলতে চাইছেন, তাঁরা ঠিক কাজ করছেন না।' এই প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ক্লাবগুলোর কর্তারা সকলেই তো ফুটবলপ্রেমী বলে নিজেদের পরিচয় দেন। তাহলে ওরা ফুটবল না খেলে রাজনীতি করছেন কেন? আসল তো খেলা। তারপর আলোচনার রাস্তা তো খোলাই থাকল। তাছাড়া আমাদের সভাপতি তো দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন কিন্তু এই মুহূর্তে উনি ব্যস্ত থাকায় পারছেন না।' এবারের এই ক্লাব জোট রাজনীতির পিছনে যে পুরোপুরি মোহনবাগানের হাত রয়েছে, এমন ইঙ্গিত করে বলেন, 'ওদের উদ্যোগটাই বেশি দেখছি।' আই লিগের তিনটি এবং আইএসএলের দলগুলোকে নিয়েই নতুন সূচি তৈরি করে সুপার কাপ হবে কিনা সেই বিষয়ে আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তাঁরা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানালেন। তবে এদিন তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, কিছুতেই ক্লাব জোটের এই চাপ সৃষ্টির কাছে মাথানত করবে না ফেডারেশন।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে যাওয়া ওই চিঠি প্রসঙ্গে এদিন এই জোটেরই এক ক্লাবকর্তার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আসলে এটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা ও ফেডারেশন সচিবের গটআপ গেম। এএফসির লাইসেন্সিংয়ের নিয়মেই ক্লাব সভাপতির কাছে চিঠি দেওয়া যায় না। কারণ, ফুটবল সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আছে কোম্পানির, ক্লাবের নয়। হয় কুশল দাসকে বলতে হবে ফেডারেশন এএফসির নিয়ম মানছে না, নাহলে এই চিঠির বৈধতা যে নেই এটা বলতে হবে।' মোহনবাগানই এই জোটে নেতৃত্ব দিচ্ছে কারণ, তাদের হাতে টাকা নেই, কুশল দাসের এরকম অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে এদিন সৃঞ্জয় বোস পালটা জবাব দেন, 'যারা নিজেদের বাড়িঘর (ফেডারেশন) অন্যের (রিলায়েন্স)কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সংসার চালাতে না পেরে, তাদের আবার অন্যের টাকা আছে কিনা সেই নিয়ে কথা বলাটা দুর্ভাগ্যজনক। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল টাকা দিয়ে আইএসএল খেলবে কিনা, সেটা তারাই ঠিক করবে। ফেডারেশনের একজন উচ্চপর্যায়ের পদাধিকারীর কাছ থেকে এমন মন্তব্য আশা করা যায় না। বাকি ক্লাবগুলো কি শুধুই আমাদের কথা শুনে চলে আসবে? যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে, তার বক্তব্য সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে বলেই আজ সব ক্লাব একজোট হয়েছে।' ভারতীয় ফুটবলের এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জট সম্ভবত এখন একমাত্র প্রফুল প্যাটেলই খুলতে পারেন।

ক্লাবগুলোর কর্তারা ফুটবলপ্রেমী বলে নিজেদের পরিচয় দেন। তাহলে ফুটবল না খেলে রাজনীতি করছেন কেন?
–কুশল দাস

কুশল দাশকে পালটা বাগান সহসচিবের

বিশ্ব নিদ্রা দিবস...

ফ্লাইট দেরিতে, ঘুমোচ্ছেন রাহানে।

বিসিসিআইকে শাস্তির মেয়াদ নিশ্চিত করার নির্দেশ

শ্রীসান্তের আজীবন নির্বাসন তুলল সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে দোষী শান্তাকুমারন শ্রীসান্তকে ছাড় দিল সুপ্রিমকোর্ট। শ্রীসান্তকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দেওয়া আজীবন নির্বাসন তুলে নিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, কৃতকর্মের শাস্তি পেতে হবে প্রাক্তন ভারতীয় এই পেসারকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে শ্রীসান্তের শাস্তির মেয়াদ ঠিক করার ভার দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি কেএম জোশেফের ডিভিশন বেঞ্চ বিসিসিআই-এর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে তিনমাসের মধ্যে শাস্তির নিদান দিতে নির্দেশ দিয়েছে। যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন শ্রীসান্ত। ২০১৩ সালের আইপিএলে স্পট ফিক্সিং কাণ্ডে অভিযুক্ত হন শ্রীসান্ত। তদন্তের শেষে দোষী প্রমাণিত হলে তাকে আজীবন নির্বাসিত করে বিসিসিআই। সেই নির্বাসন তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে কেরল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শ্রীসান্ত। কেরল হাইকোর্ট বোর্ডের রায় বহাল রাখায় সুপ্রিমকোর্টের দরজায় কড়া নাড়েন তিনি। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের উদাহরণ সামনে এনে আজীবন নির্বাসন তুলে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। সেই আবেদনেই সাড়া দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। যদিও দিল্লি পুলিশের শ্রীসান্ত সহ বাকি অভিযুক্তদের নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে জারি করা ফৌজদারি মামলা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি সুপ্রিমকোর্ট।

সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পর স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত শ্রীসান্ত বলেছেন, 'সম্মানের সঙ্গে বাঁচার নতুন রাস্তা খুলে দিল সুপ্রিমকোর্ট। অনুশীলন শুরু করেছি, আশা রাখি দ্রুত ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারব। এপ্রিলে স্কটিশ লিগে খেলার ইচ্ছা আছে। পাশাপাশি বিসিসিআই-এর কাছে আবেদন করব যাতে আমার কথা শোনার পর শাস্তি ঘোষণা করতে তিনমাস অপেক্ষা না করা হয়। ইতিমধ্যে লম্বা ছয় বছর সময় অপেক্ষা করেছি। আজ আজীবন নির্বাসন উঠে যাওয়াটা তাই সত্যিই দারুণ আনন্দদায়ক।' বিষয়টি নিয়ে বিসিসিআই জানিয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে পরবর্তী সভাতেই শ্রীসান্ত ইশ্যুতে আলোচনা করা হবে। সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের (সিওএ) প্রধান বিনোদ রাই বলেছেন, 'শ্রীসান্তকে নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের রায় আমরা শুনেছি। আদালতের রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী সিওএ মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।' বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কেরল ক্রিকেটের কর্তা টিসি ম্যাথিউ বলেছেন, 'সুপ্রিমকোর্টের রায়কে স্বাগত। শ্রীসান্তের জন্য ভালো লাগছে। তবে ইতিমধ্যে জীবনের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বছর খুইয়ে ফেলেছে ও। তাই নির্বাসন উঠলেও আর হয়তো ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফেরা হবে না ওর।' আশাবাদী শ্রীসান্ত অবশ্য বলছিলেন, 'লিয়েন্ডার পেজ ৪২ বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারলে, ৩৬ বছরে কিছুটা ক্রিকেট আমিও খেলতে পারব বলে আশা রাখি।' মাঝের কঠিন সময় প্রসঙ্গে শ্রীসান্তের সংযোজন, 'লম্বা ছয় বছরে দিনগুলো কাটানো সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে ভাজ্জু পা (হরভজন), বীরু (বীরেন্দ্র শেহবাগ), সুরেশ (রায়না)-র ফোন বা মেসেজ পেতাম। রবিন (উথাপ্পা) গোটা সময়টা কাছের বন্ধুর মতো পাশে ছিল।'

শ্রীসান্তনামা

১৬ মে, ২০১৩ স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের তিন ক্রিকেটার শ্রীসান্ত, অঙ্কিত চহ্বান ও অজিত চান্ডেলাকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া ক্রিকেটারদের নির্বাসিত করে বিসিসিআই।

১৭ মে, ২০১৩ সরকারি বিবৃতি দিয়ে দিল্লি পুলিশ জানায় স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন শ্রীসান্ত।

১১ জুন, ২০১৩ দিল্লি হাইকোর্টে শ্রীসান্তের জামিন। একইদিনে বিসিসিআই দুর্নীতিদমন শাখার অফিসার রবি সাওয়ানি স্পট ফিক্সিং ইশ্যুতে তাঁর রিপোর্ট জমা দেন।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ শ্রীসান্তসহ রাজস্থান রয়্যালসের তিন ক্রিকেটারকে আজীবন নির্বাসিত করে বিসিসিআই।

২৫ জুলাই, ২০১৫ দিল্লি পাতিয়ালা হাউসের এমসিওসিএ কোর্ট শ্রীসান্ত সহ তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

১৯ মে, ২০১৬ ঃ তিরুবনন্তপুরমে বিজেপির টিকিটে ভোটে নামেন শ্রীসান্ত। হেরে যান নির্বাচনে।

৭ অগাস্ট, ২০১৭ কেরল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ শ্রীসান্তের উপর আরোপিত বিসিসিআই-এর আজীবন নির্বাসন খারিজ করে দেয়। ডিভিশন বেঞ্চে পালটা আবেদন বিসিসিআই-এর।

১৭ অক্টোবর, ২০১৭ কেরল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করে ফের বিসিসিআই-এর আরোপিত আজীবন নির্বাসন বহাল করে শ্রীসান্তের উপর।

১৫ মে, ২০১৮ আজীবন নির্বাসন তুলে নিয়ে তাঁকে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে যেতে দেওয়ার শ্রীসান্তের আর্জি নাকচ করে দেয় বিসিসিআই।

১৫ মার্চ, ২০১৯ সুপ্রিমকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শ্রীসান্তের উপর থেকে বিসিসিআই-এর জারি করা আজীবন নির্বাসন তুলে নেয়। পাশাপাশি বিসিসিআই-এর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে শ্রীসান্তের বক্তব্য শুনে তিন মাসের শাস্তির নিদান ঠিক করার নির্দেশ দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

রায় শোনার পর সুপ্রিমকোর্টের বাইরে শ্রীসান্ত।

সম্মানের সঙ্গে বাঁচার রাস্তা খুলে দিল সুপ্রিমকোর্ট। লিয়েন্ডার পেজ ৪২ বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারলে, ৩৬ বছরে কিছুটা ক্রিকেট আমিও খেলতে পারব।
–শ্রীসান্ত

সুপ্রিমকোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে পরবর্তী সভাতেই শ্রীসান্ত ইশ্যুতে আলোচনা করা হবে।
–বিসিসিআই

বিশ্বকাপে চার নম্বরে নামুন ধোনি, চান কুম্বলে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ বিশ্বকাপে ভারতের টপ অর্ডারকে আরও মজবুত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা কোচ অনিল কুম্বলে। ইংল্যান্ডে আসন্ন বিশ্বকাপে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপ অর্ডারে তুলে আনার পক্ষেই সওয়াল করলেন তিনি। বিগত কয়েকটি সিরিজ ধরেই চার নম্বর জায়গা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু কুম্বলের মত, 'বিশ্বকাপে চার নম্বরে ব্যাট করুক ধোনি।' ইংল্যান্ডে আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে চার নম্বরে নামবেন কে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। এর আগে শ্রেয়স আয়ার, মণীশ পান্ডে, যুবরাজ সিং কিংবা আজিঙ্কা রাহানেকে খেলানো হয়েছিল চার নম্বরে। কিন্তু প্রত্যেকেই ধারাবাহিকতার অভাবে দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে আম্বাতি রায়াডুকে খেলানো শুরু হয়। বিশ্বকাপে ফিনিশার না মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান কোন ভূমিকায় দেখা যাবে ধোনিকে? এনিয়ে জল্পনা চলছেই। তবে কুম্বলের স্পষ্ট বক্তব্য, 'বিগত কয়েকবছর আগে পর্যন্ত একদিনের ফর্মাটে টিম ইন্ডিয়ার ধারাবাহিক সাফল্যের পিছনে ছিল প্রথম তিনজন ব্যাটসম্যানের পারফরম্যান্স। আমি এখনও মনে করি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে টপ থ্রি ব্যাটসম্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে ধোনির ব্যাট করা উচিত চার নম্বরে। আমার মনে হয় চার, পাঁচ এবং ছয় নম্বর জায়গা নিয়ে বড্ড বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, যা কাম্য নয়। বাইরে থেকে দেখে বিষয়টি আমার একদমই ভালো লাগছে না।'

বিশ্বকাপে কোনো কারণে প্রথম তিনজন রান না পেলে শক্তিশালী মিডল অর্ডার তৈরি রাখা জরুরি বলে মনে করেন কিংবদন্তি লেগস্পিনার। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে বলেন, 'সেমিফাইনাল অথবা ফাইনালের মতো ম্যাচে হতেই পারে টপ থ্রি ব্যর্থ হল। সেক্ষেত্রে মিডল অর্ডারকে দায়িত্ব নিতে হবে। মাহির মতো ব্যাটসম্যানকে অনেক বেশি জায়গা দেওয়া উচিত যাতে ইনিংসকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। আমার মনে হয় চার নম্বর স্লটে ধোনির বিকল্প কেউ হতে পারে না। এমনকি রান তাড়া করার ক্ষেত্রেও ও কিছুটা সময় পাবে ও।'

সুপার ডিভিশনে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। শেষ তিন বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তারা সুপার ডিভিশনের ট্রফি ঘরে তুলল। খেতাব নির্ণায়ক হয়ে ওঠা লিগের শেষ ম্যাচে তারা ৩৪ রানে হারিয়েছে জিটিএসসি-কে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর ৬ ওভারের মধ্যেই ৩৩-২ হয়ে গিয়েছিল বাঘা যতীন। তৃতীয় উইকেটে প্রতীক দত্ত (৩৬) ও সইফ খানের (২৮) জুটিতে তারা চাপ কাটিয়ে ওঠে। তবে বাঘা যতীনের বড়ো রান নিশ্চিত করেন মহম্মদ জাভেদ আলম (৪২ বলে অপরাজিত ৫০) ও অভিষেক শিকদার (৩৭ বলে ৬১)। ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে বাঘা যতীন ২৩৪ রান করেছে। অংশুমান চক্রবর্তী (৪৯-২) ছাড়া জিটিএস-এর আর কোনো বোলার এদিন নজর কাড়তে পারেননি। জবাবে জিটিএস অংশুমান চক্রবর্তীর (৮৭ বলে ৯৫) প্রয়াস সত্ত্বেও ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২০০ রানে আটকে যায়। নবাঙ্কুর ঘোষ (৪১) ও শুভম দলুই (২৬) ছাড়া তাদের আর কেউ দলকে ভরসা দিতে পারেননি। বাঘা যতীনের শুভ্রজ্যোতি মিত্র (৭-২) ও রামচন্দ্র ঠাকুর (৪৬-২) ভালো বোলিং করেছেন। ৯ ম্যাচ খেলে বাঘা যতীন পেয়েছে ১৭। রানার্স জিটিএস তাদের থেকে এক পয়েন্ট কম পেয়েছে। তিন নম্বরে শেষ করেছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন (৯ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট)। শিলিগুড়ি ক্রিকেটের প্রবল শক্তি অগ্রগামী সংঘ এবার শেষ করেছে চার নম্বরে থেকে। ৯ ম্যাচ খেলে তারা ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। এবার অবনমন হল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের। আগামী মরশুমে তারা প্রথম ডিভিশনে খেলবে। ৯ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ মাত্র দু পয়েন্ট।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বাঘা যতীনের সচিব কুন্তল রায় ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে কোনো অশান্তি ছাড়াই মাঠের লড়াইয়ে খেতাবের নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য স্বস্তিপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দু-দলের ক্রিকেটারদেরই ধন্যবাদ। কোনোরকম অশান্তি ছাড়াই দুর্দান্ত একটা ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য। বুধবার আমাদের ক্লাবে সভাপতি উৎপল ব্যানার্জি, ক্রিকেট সচিব জয়দীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমি ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসেছিলাম। সেখানেই ওদের বলে দেওয়া হয়েছিল উসকানি সত্ত্বেও মাঠে কোনোরকম অশালীন আচরণ করা যাবে না। ক্রিকেটাররা সেটা মেনে চলেছে দেখে ভালো লাগল। ওদের আবদার ছিল চ্যাম্পিয়ন হলে ক্লাবে পিকনিক করবে। এই মাসের শেষদিকে আমাদের দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ রয়েছে। তারপরই একদিন ক্লাবে ক্রিকেটারদের নিয়ে পিকনিক করা হবে।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাঘা যতীনের ক্রিকেটাররা। *ছবি ঃ সূত্রধর*

৭০ ওভারে সাড়ে চারশো রান, খুশি জয়ন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ ক্যালেন্ডারে মার্চের ১৫ তারিখ। সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের শেষ ম্যাচ। তারপরও দু-ইনিংস মিলিয়ে স্কোরবোর্ডে উঠল প্রায় সাড়ে চারশো রান। খুশি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব জয়ন্ত ভৌমিক। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দু-দলকেই অভিনন্দন। লিগ জুড়েই ওরা দারুণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। একইসঙ্গে কয়েকজন সমালোচককে মনে করিয়ে দিতে চাই, লিগের শেষ ম্যাচে সাড়ে চারশো রান উঠল। পরিষদের নিজস্ব মাঠ নেই। তারপরও প্রথম থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল স্পোর্টিং পিচ উপহার দেওয়া। চাঁদমণির মাঠ আয়তনে ইডেন গার্ডেন্সের প্রায় সমান। কলকাতার অনেক ঘেরা মাঠে এই রানটাই ছয়শো পৌঁছে যেত।' একটু থেমে তিনি আরও যোগ করেছেন, 'মার্চ মাসের মাঝামাঝিতে কলকাতাতেও এমন পিচ পাওয়া যায় না। আমরা সেটা করে দেখাতে পেরেছি। আমার কাছে এটা সবচেয়ে বড়ো সন্তুষ্টির জায়গা।' চ্যাম্পিয়ন দলকে বরণ করে নিতে এদিন মাঠে কেক ও পুষ্পস্তবক নিয়ে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সচিব মনোজ ভার্মা। তিনিও দু-দলকে ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেটের জন্য অভিনন্দিত করেছেন। বলেছেন, 'সবাইকে অভিনন্দন। বিশেষ করে শেষ ম্যাচে খেতাব জয়ের প্রবল চাপ সত্ত্বেও দু-দল কোনো রকম অশান্তির পথে পা বাড়ায়নি। ক্রমশ শিলিগুড়িতে বড়ো শক্তি হয়ে উঠছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। জিটিএস-ও শেষদিন পর্যন্ত লড়ে গিয়েছে। প্রশংসা প্রাপ্য ওদেরও।' বাঘা যতীনকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়ে প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সভাপতি অমরচন্দ্র পাল বলেছেন, 'শেষ তিন বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হল বাঘা যতীন। শিলিগুড়ি ক্রিকেটে ক্রমশ বড়ো শক্তি হয়ে উঠছে ওরা। ওদের জন্য আমার অভিনন্দন রইল।'

মহারাজকে পেয়ে চনমনে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ সরকারিভাবে গতকালই তিনি দায়িত্ব পেয়েছেন। আর দায়িত্ব পেয়েই আজ সকালে রাজধানীতে পৌঁছে দুপুরের দিকে ফিরোজ শাহ কোটলার মাঠে শিখর ধাওয়ান, পৃথ্বী শ, ঋষভ পন্থদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে পেয়ে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরও উচ্ছ্বসিত। দলের কোচ প্রাক্তন অসি অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে আলাদা করে মাঠে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কথা বলতে যেমন দেখা গিয়েছে আজ। তেমনই দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটারদের সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলেছেন মহারাজ।

দীর্ঘদিন পর ভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমে কেমন অনুভূতি হল? রাতের দিকে সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইলে জানিয়েছেন, 'অনুশীলনের শুরুতে যখন মাঠে নামছিলাম, খুব উত্তেজিত ছিলাম আজ। আসলে অন্যরকমের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা। পুরোনো অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।' দিল্লি ক্যাপিটালসের পরামর্শদাতা সৌরভের মতোই তাঁর দলের ক্রিকেটাররাও মহারাজকে পেয়ে উত্তেজিত। ধাওয়ান, ইশান্ত শর্মাদের সঙ্গে একসময় সৌরভ নিজে খেলেছেন। এখন তাঁদেরই পরামর্শদাতা তিনি। পাশাপাশি দিল্লির কোচ রিকি পন্টিংও ২০০৮ সালে প্রথমবারের আইপিএলে কেকেআরের হয়ে সৌরভের নেতৃত্বে খেলেছেন। ফলে দিল্লি ক্যাপিটালসের পরামর্শদাতা হয়ে সৌরভের পক্ষে মাঠে ফেরার মধ্যে কোথাও যেন স্মৃতির সরণি বেয়ে অতীতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই মহারাজ বলে দিলেন, 'অবশ্যই। কোটলার এই মাঠে তো কম ম্যাচ খেলিনি। এখন এখানেই ভিন্ন ভূমিকায়। দায়িত্বটা উপভোগ করছি আমি।' আইপিএলের ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, দিল্লি কখনও প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলেনি। এবার কী ছবিটা বদলাবে? আর ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা বনাম দিল্লি ম্যাচের মধ্যে দিয়ে কী ফের বঙ্গভঙ্গ হতে পারে?

প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন সৌরভ। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলে দিলেন, 'আইপিএলে দিল্লিকে সফল করাই এখন আমার কাজ। সেটাই করতে এসেছি। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি বাংলার সমর্থকরা দুই ভাগ হয়ে যান, কী আর করা যাবে। বাস্তবকে তো মেনে নিতেই হবে।'

অনুশীলনের মাঝে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রিকি পন্টিং

বৃষ্টিতে বাতিল নাইট-অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মার্চ ঃ স্ত্রী দীপিকা পাল্লিকালকে সঙ্গে নিয়ে গতরাতে তিনি কলকাতায় নেমেছেন। আর তারপর থেকেই বৃষ্টি। সেই কারণে কিছুটা হতাশ কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। সঙ্গে একরাশ বিরক্তি ও উদ্বেগ। সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডের মসজিদে জঙ্গি হানার ঘটনা। ছবির মতো সুন্দর দেশে এমন নজিরবিহীন ঘটনার পর কার্তিক থেকে শুরু করে কোচ জ্যাক কালিস-সবাই উদবিগ্ন। নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশে টুইটারে পুরো ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তাঁরা। এসবের মধ্যেই আজ অসময়ের বৃষ্টির কারণে সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে নাইটদের অনুশীলন ভেস্তে গেল। সূচি অনুযায়ী কাল বিকেলে ইডেনে অনুশীলন হওয়ার কথা। কিন্তু নাছোড় বৃষ্টির কারণে কালও কেকেআরের অনুশীলন হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, সারাদিন আজ বৃষ্টি না হলেও সন্ধ্যা থেকেই ফের সক্রিয় বরুণদেব।

পাশাপাশি নাইটদের অন্দরে বৃষ্টির পাশাপাশি রয়েছে ক্ষোভ। দাবি করা হচ্ছে, পূর্বাভাস থাকার পরও সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ গতরাতের বৃষ্টির সময় ঢাকা ছিল না। ফলে আজ সকালে মাঠ অনুশীলনের জন্য একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। মাঠকর্মীরা সতর্ক থাকলে আজ হয়তো অনুশীলন করতে পারতেন দীনেশ কার্তিকরা। গতরাতের বৃষ্টির পরই মোট দুইবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটারদের 'ছুটি' দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ। ফলে রবিন উথাপ্পা, শুভমান গিল, রিংকু সিংরা আজ দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কাটালেন। শুভমানদের বিশ্রামের মাঝেই আজ ভোরের দিকে কলকাতায় পৌঁছেছেন নাইটদের প্রধান কোচ জ্যাক কালিস। রাতের দিকে কলকাতায় নামলেন দলের ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল ও অসি তারকা ক্রিস লিন। আগামীকাল বৃষ্টির কারণে অনুশীলন ব্যাহত না হলে তাঁদের হাজির থাকার কথা সন্ধ্যার ইডেনে।

সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২৩১৬৪৪, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in